*RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064*
*Volume III, No. 2, October, 2018, pp. 77-83.*

# সমাজ ও (রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট) নাটকে বাউল দর্শন

**Ranu Biswas**
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Dwijendralal College,
Krishnagar, Nadia, India.
ranubiswas2009@gmail.com

**কথাবস্তুর কাঠামো (Structure Abstract):**

'আমি হইতে আল্লার রসুল আমি হইতে কুল

পাগলা হাসান রাজা বলে, তাতে নাইরে ভুল ।'

**উদ্দেশ্য (Purpose) / পদ্ধতি / প্রকরণ (Methodology):** বাউল বা বাতুল এমন এক সম্প্রদায় , যাঁদের ধর্মে প্রথা - স্বর্গ-বেহেস্ত-নরক বলে কিছু নেই , বরং সেই ধর্ম পার্থিব-মানবিক গূণসম্পন্ন । তাঁদের বিশ্বাস -সব মানুষের জন্মতত্ত্ব একবীজতন্ত্রী , তাঁরা মনের মানুষ সন্ধান প্রার্থী । জাত-পাত সর্বস্ব বিভেদ বৈষ্যমের চূড়ান্ত বিরোধী ... মানুষই একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের ।

**উপপদ (Findings) / মৌলিকতা / মূল্য (Originality):** রবীন্দ্রদর্শন ও বাউলদর্শন মিলেই 'ছিন্নপত্র' -এ জন্ম নেয় মর্ত্যপ্রীতি । রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে প্রায় সর্বত্রই মানবমহিমার জয়গান করেছেন । তাঁর 'বির্সজন' নাটকে রঘুপতি , 'রক্তকরবী' - অভিজিৎ , 'ডাকঘর'-অমল , 'অচলায়তন'- পঞ্চক এ মানবগান তথা বাউল রীতি আমরা লক্ষ্য করি । সেখানে বংশতথা জাত নয় গূণ তথা মানবাত্মার জয়গান করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

**Type of Paper:** বিশ্লেষণমূলক **(Analytical)** ।

**মূল শব্দগুচ্ছ (Keywords):** রবীন্দ্রদর্শন ও বাউলদর্শন ।

## মূল প্রবন্ধ

' বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা দেশে থাকিয়াও দেশের কিছুই জানি না ।....'

(রবীন্দ্রনাথ , বাউলের গান )

বাংলার অন্য ধারা (অথচ নিজস্ব মত) হল বাউল ধারা বা বাউল মত। 'বাতুল' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বাউল। বাউল এমন এক সম্প্রদায় যার ধর্ম পার্থিব ও মানবিক গূণসম্পন্ন , স্বর্গ -বেহেস্ত-নরক -দোজাখ এর স্থান নেই । মনের মানুষ তথা একবীজ থেকে সব মানুষের জন্মতত্ত্ব - এতেই তারা বিশ্বাসী । অসীমান্তিক মানব মহিমাকে বিশ্বাস করে বলেই তাঁরা জাতপাত বিরোধী - একমাত্র মানুষই সাধ্য , মানুষই মোক্ষ।বৌদ্ধ সিদ্ধাগণের উত্তর পুরুষ হচ্ছেন বাংলার বাউল সম্প্রদায় , এদের মধ্যে লালন ফকির , দুদ্দু শাহ , ঈলালশাহ ,ভানু শাহ , ভোলা শাহ , তিনু ফকির , পাগলা কানাই , শীতলাং শাহ , ইব্রাহিম তস্না উল্লেখ্য ব্যক্তিগণ। তাঁদের আত্মদর্শন হল -

'আছে যার মনে মানুষ আপন মনে

সে কি আর জপে মালা।

নিজর্নে সে বসে বসে দেখছে খেলা । (বাংলা ছন্দের প্রকৃতি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাউলেরা মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী । জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা সকলেই একই ছাতার তলায় অধিষ্ঠিত , এক আখড়া তথা অধিষ্ঠান-

' একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে

আল্লা আলজিহ্বায় থাকে আপন সুখে

কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে ।' (দুদ্দু শাহ)

হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম দুই উপাস্য শক্তি -একই স্থান থেকে উদ্ভূত । কুবির গোঁসাই বলতে চেয়েছেন - 'একের সৃষ্টি সব' অর্থাৎ এক বীজ (আসলে রজঃ বীজ বা শূক্র -ডিম্বের সৃষ্টি সম্ভব মানুষ) থেকে সৃজিত মানবকুল বলে তাদের মধ্যেকার বিভেদ -বৈষম্য কুবির বিস্মিত । চোদ্দপোয়া দেহটাকে ঘিরেই ধর্ম ও জাত বিভেদমান , তাইই মানবাত্মার যে সত্যতা তার নিজের পথ হারিয়ে ফেলে -

'চোদ্দপোয়ার মাঝে কোথা কোনখানেতে বিরাজে সাঁই

ঘরে মধ্যে বা কে বাহিরে থাকে

অধর চাঁদকে খুঁজে না পাই ।।' (কুবির গোঁসাই)

আবার আমরা বর্নভেদ নিয়ে সর্বদা তটস্থ থাকি , সেই প্রসঙ্গেও বাউলের নিজস্ব মত আছে , ধর্মের অভিন্নতায় বর্ণের ভিন্নতা লক্ষ্যণীয় । সেইক্ষেত্রে কুবির প্রশ্ন রেখেছেন মানবদেহে কোন অঙ্গ প্রধান বা অপ্রধান তার বিচার্য পূর্বে না 'মানুষ' আগে -

'ধড়ের কোথা গয়া -কাশী কোনখানেতে বারাণসী ...'

আবার পাশাপাশি ধর্ম-ধ্বজাকারিদেরকে তিনি প্রশ্ন করেন -

‘ ধড়ের কোথা সহদাগড় ভাসিছে কোথা মৎস মকর

কোনখানে সিংহ শূকর ইহার সকল ঠিকানা চাই ’(কুবির গোঁসাই)

কুবিরের পাশাপাশি দুদ্দু তার একটি গানে বিভেদকামী শক্তির বিরোধিতা করে বলেছে -

‘অজ্ঞ মানুষে জাতি বানিয়ে

আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে ।’(দুদ্দু শাহ)

একই রকম রাউল ফকির যে জাতপাত সর্বস্ব বিভেদ বৈষ্যমের চূড়ান্ত বিরোধী লালনের গানে তা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পরে-

‘ব্রাহ্মণ চন্ডাল চামর মুচি

একই জলে হয় গো শুচি ।’(দুদ্দু শাহ)

বাউল ফকির মানুষতত্ত্বে বিশ্বাসী ।মানুষই তার সাধন ভজনের বিষয় , মানুষরতন তার উপাস্য ।সেই জীবনাভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দুদ্দু শাহ জানে - জগতে কেবল দুশ্রেণীর ,দুজাতের মানুষ আছে - নারী ও পুরুষ জাতি । এই মানব জাতির অবস্থান কোথায় ? অনেকের মতে খোদার কাছে। বাউলের কাছে খোদা হলো অনেক সাঁই তথা মনের মানুষের ধারক সত্তা , খোদা তথা মানব দেহ নীচে থাকে । অর্থাৎ মানুষ একঅর্থে খোদার মহিমাপ্রাপ্ত। প্রমাণ হিসাবে দুদ্দু শাহ বলেছেন - এদুনিয়ায় এমন অনেক মহাপুরুষ আছে , যাদের কুলের ঠিকানা নেই -

‘জাতি ধর্মের বড়াই করো না ভাই

কত না জাত মহাপুরুষ তাদের কুলের ঠিকানা তো নাই ।’( দুদ্দু শাহ)

মানুষকে তার সাধন ভজনের সর্বস্বকরে জীবনযাপন করে বলে বাউল তার বিশ্বাসের মর্মমূলে রয়েছে জাতপাত বিরোধী ঐক্য চেতনা । এই ঐক্য ভাবনার মর্মে রয়েছে অসীমান্তিক মানব মহিমা । এই জীবন দর্শন থেকেই জন্ম নেয় ‘মনের মানুষ’ , যা বিশ্বজনীন রূপ ধারন করে ।বস্তুত বাউলের নিজস্ব দর্শন আছে -

"These Bauls have a philosophy , which they call the philosophy of the body ; but they keep it secret ; it is only for the initited . Evidenntly the underlying idea is that the individuals body is itself the temple ,in whose inner mystic shrine the devine appears before the soul . and the key to it has to be found from those who know . But as the key is not for no outsiders. ``(An Indian Folklore Religion )

আজও বাউল ভাবনা আমানুষকে আলোড়িত করে , কারণ-

১) বাউল খোদে বিশ্বাসী....খোদই তার কাছে খোদা । কারণ তাঁদের মতে -

‘দেখো সব জিনিসে ঈশ্বর থাকে

ও সে দেয় না দেখা যাকে তাকে ’(গোঁসাই গোপাল)

এখান থেকেই মানবপ্রেমের জন্ম ।

২) হিন্দু-মুসুলমান-খৃস্টানের ধর্মশাস্ত্রের জন্য মানুষের নিজস্বকর্ম ও আচরণ থাকে ।কিন্তু বাউলের কাছে ‘রতনমানুষ’ শ্রেয় , সেখান থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি-

‘বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি

সোনা মামী সোনা মামীগো ,

আমারে করিলে বদনামি।

আমা হইতে আল্লা রসুল , আমি হইতে কূল

পাগ্‌লা হাসানরাজা বলে , তাতে নাই রে ভুল ।।’(আত্মবিচার , দেওয়ান হাসন রাজা)

৩) বাউল মনের মানুষ তথা আলেক সাঁইয়ের সাক্ষাৎ প্রত্যাশি : এই মনের মানুষ আবার অ-নিষিদ্ধ রজঃ বীজ আর অমাবিন্দুর সন্মিলিত রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নয় -

‘‘জলের নিচে প্রাণপদ্ম ,

তাতে আছে মধু কত ,

কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম

অন্যে জানে না ।

ডুব দিলাম না ।।’’ ( কালো ভ্রমর- বাউল , অন্য - সাধারণ মানুষ)

( প্রচলিত বাংলার বাউল গান)

বাউলের মতন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন চির অন্বেষী । তাঁর অন্বেষণ গহন গভীর নির্জন পথে ।আপন সত্তার মধ্যে তিনি অনুভব করেন বিশ্বজগৎকে । মানব বন্ধনে তিনি বিশ্বাস করেন সম্পর্ককে । তাঁর মতে সম্পর্ক তিন প্রকার -

১) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক

২) মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক

৩) মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক ।

তাই পূর্ণতার মধ্যে খোজেঁন জীবনের সারাৎসার -

''একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই । তার মাত্রা থাকে না , তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে ।কোনো এক সময় সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে মুক্তির স্বাদ পাই তখন ..... আত্মার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে -

'ওগো অন্তরতম

মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ

আসি অন্তরে মম ।'' (রবীন্দ্রনাথ- লোকসাহিত্য)

মহাবিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে , মিলিয়ে দেওয়া বা নিজেকে তারই অংশ মনে করা কিংবা সীমার মধ্যে অসীমের খোজাঁ - সেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ছিল রবীন্দ্রনাথের । তাই আমরা দেখি 'ডাকঘর' নাটকে অমল বসে আছে জানলা খুলে , পথই তার মুক্তি । পথেই এসেছে দইওয়ালা (কর্মজীবি) ,ছেলের দল (গতির প্রতিক), সুধা (প্রেমের প্রতিক) , মোড়ল (সাবধানী মানুষ) , প্রহরী (সময়ের প্রতীক) .....সকলেই অমলকে জীবনের আস্বাদনের মন্ত্র দিয়েছে -অমল যেন খাঁচার পাখি (বন্দী মানুষ) ,ঠাকুরদা ফকির বেশে তাঁকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপের গল্প বলেছেন অমল সেই দ্বীপের পাখি হতে চেয়েছে এবং বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছে -

' খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়

ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তার পায় ।' (লালন ফকির)

রবীন্দ্রসাহিতে জীবন ও মৃত্যু স্বতন্ত্র নয় - মৃত্যু জীবনের পরিণাম , বিনাশ নয় ।তাই কবি তাঁর সাহিত্যে মৃত্যুকে বারবার গ্রহণ করেছেন ।।কবিরাজ বলেছেন-শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু তার পক্ষে বর্জনীয় । কিন্তু অমল বাইরে খেলা করতে চাই , এই বন্ধনকে কবি বাউল দর্শনে নিয়ে গেছে । মানুষের গড়া সংস্কার ও লেখা শাস্ত্র , সমাজের বিধি নিষেধ চর্তুদিকে বেড়াজাল সৃষ্টি করে , মানুষ পদে পদে ব্যহত হয় । মানুষের মুক্তি আসে প্রেমের সাহায্যে , জ্ঞানের সাহায্যে নয় ; এই মুক্তি আসে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যপ্ত করে

দিয়ে । রাজা হল প্রেমিক বা মৃত্যু - সে স্বয়ং অমলের কাছে আসবে , তখন অমল আবার জাগবে ।কারণ রাজকবিরাজ বলেছেন -'প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও- এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক ।ওর ঘুম আসছে ।'অর্থাৎ প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়া হল আত্মা নির্বাণ প্রাপ্ত পাওয়া ।ঘুম এসেছে অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু থেকে আত্মা বিদ্যা দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন । অর্থাৎ অমলের ঘুম সংসারের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি , সে আবার জাগবে। তাইতো আশাবাদী সুধা বলেছে - অমল যখন জাগবে তখন তার কাছে যেন খবর পৌছাঁয়, 'সুধা তোমাকে ভোলেনি'। অমল মৃত্যুকে আগ্রহের সঙ্গে বরণ করে সুধার প্রেমকে পেয়েছে ।

তাইতো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি আলী রাজা বলেন -

' রূপ বিনা প্রেম নাহি , ভাব বিনা ভক্তি ।

ভাব বিনা লক্ষ্য নাই , সিদ্ধি বিনা মুক্তি ।'

'ডাকঘর' নাটকে মহাবিশ্বে মুক্তির ডাক শোনা যায় । 'ফাল্গুনী' নাটকে বাউলের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ও কবিত্বধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়-

চন্দ্রহাস: ..'...ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না বলেই ভয় করে না ।'

বাউল :''না গো , আমি কেন ভয় করিনে বলি , একদিন আমার দৃষ্টি ছিল । যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম । কিন্তু চোখওয়ালা দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টি উদয় হল । সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো । সেই অবধি অন্ধকারকে আর আমার ভয় নেই , । তাহলে এখন চলো । ঐ তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে ।''

একইরকম 'অচলায়তন' নাটকে আচার-বিচারের পরির্বতে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে । মহাপঞ্চক এর সকল বাধা অতিক্রম করে পঞ্চক, শোণপাংশু ও দর্ভকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে । অচলায়তন নাটকের দুটি ভিত্তি - একটি কবির বিদ্রূপপরায়ণতা এবং অন্যটি অরূপদর্শন ।এই দুইয়ের ভিত্তি বাউল দর্শন-এ আছে ।এছাড়া 'অচলায়তন' নাটকে তিনটি গোত্র - মহাপঞ্চকের সাধনা জ্ঞানমার্গ , শোণপাংশুদের সাধনা কর্মমার্গ , দর্ভকদের সাধনা ভক্তিমার্গে ।তিনটি দল নিজ নিজ ভাব সাধনায় রত ।প্রত্যেকেই নিজ ভাবনা পন্থাকে চরম মনে করে । শেষে দেখা যায় -এই তিন কর্মপন্থার গুরু (গুরু-গোঁসাই-দাদাঠাকুর) একই ব্যক্তি । তাঁর মতে -অচলায়তন শুস্ক গৃহ , প্রাণহীন , সেখানে নিয়ম অনড় ,অটল , সংস্কারে অভ্যাস চিরন্তন - জীবন একঘেয়ে , কিন্তু প্রাণ নতুন ,উজ্জ্বল -সেই প্রাণের সরসতাই মূল লক্ষ্য , তাই উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে নিয়ম -আচরণ । 'আমিত্ব' ও 'প্রাণের ঠাকুর' হয়ে ওঠে একাকার.....

'সকল জনম ভ'রে

ও মোর দরদিয়া

কাঁদি কাঁদাই তোরে

ও মোর দরদিয়া ।' (পঞ্চক কণ্ঠে-অচলায়তন নাটক)

'আত্মপরিচয়' এ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন -

''সকল মানুষের 'আমার ধর্ম ' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে .....মানুষের আর একটি প্রাণ আছে , সেটা শরীর প্রাণের চেয়ে বড়ো -সেইটে তার মনুষ্যত্ব''

এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাংকেতিক নাটকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ¯ 'ডাকঘর'-এ অমল , 'অচলায়তন'-এ পঞ্চক ,'রক্তকরবী'-এ নন্দিনী , 'মুক্তধারা' -এ অভিজিৎ প্রমুখ সবাই বন্ধনমুক্ত প্রাণের প্রতীক ।তবে এটা ঠিক ,রবীন্দ্রনাথের বাউল দর্শন নতুন কোন ঘটনা নয় , বরং রবীন্দ্রচেতনায় তা সম্পৃক্ত হয়েছে বারবার , তাই বলা যায় বাউল দর্শন হল নতুন জোয়ারের পলি যা কথাসাহিত্যকে শস্যশ্যামলা মন্ডিত করে তুলেছে বারংবার ।

**গ্রন্থঋণ (References)**

বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য - রণজিৎ কুমার সেন (যূথিকা বুক স্টল)

আলাপ : সংলাপ : সম্ভাব - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (দে'জ পাবলিশিং)

বাউল ফকির কথা - সুধীর চক্রবর্ত্তী (তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ , পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

বস্তুবাদী বাউল - শক্তিনাথ ঝা (দে'জ পাবলিশিং)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , An Indian Folklore Religion.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বাউলের গান ।

রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা - অশোক সেন।

আত্মপরিচয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

* পত্রিকা কলেজস্ট্রীট মার্চ ২০১৬ ISSN 2395-5716